ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

স্মৃতিকাতর শাহরুখ!

পৃঃ ৫

ভারত সফরে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি শুরু স্টোকসের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৩ ● কলকাতা ● ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

মিলল না স্বস্তি, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও স্বস্তি পেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনের মধ্যে থেকে সিবিআই ইডি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। এ দিন বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, 'কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে হস্তক্ষেপ করছেন। আদালতের কাজ বিচার করা, তদন্ত পরিচালনা করা আদালতের কাজ হতে পারে না। বিচারপতি বলে দিচ্ছেন কাকে ডাকতে হবে, কাকে গ্রেফতার করতে হবে ইত্যাদি।' ইডি সিবিআইয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল ভি রাজু বলেন, 'এই মামলা আর পাঁচটা সাধারণ মামলার মতো নয়। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়।'

এরপর ৩ পাতায়

অন্যায় ভাবে বহিষ্কার, আমি স্তম্ভিত!

মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্শিয়াং থেকে মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, লোকসভায় যা হয়েছে, তা শুনে তিনি স্তম্ভিত।মমতা বলেন, "মহুয়ার বিষয়ে আমাদের 'ইন্ডিয়া'র শরিকেরা আরও খানিকটা সময় চেয়েছিলেন। মহুয়াকে বলার সুযোগ না দিয়ে এবং তাঁকে বহিষ্কার করে সংসদে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মমতা। উল্লেখ্য, তাঁর দল যে মহুয়ার পাশে আছে, আগেই তা জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি এ-ও বলেছিলেন, "মহুয়ার লড়াই তাঁর একার। একাই সেই লড়াই তাঁকে লড়তে হবে।" তবে দল মহুয়ার পাশে নেই এমন কথা বলেননি অভিষেক। শুক্রবার কার্শিয়াং থেকে মমতাও মহুয়ার পাশে থাকার বার্তাই স্পষ্ট করলেন।৪৯৫ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট, সেটা পড়তে সময় লাগবে না? দু'ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা শুরু করা হল। আধ ঘণ্টায় ৪৯৫ পাতার আলোচনা হয়েও গেল! কী করে হল আমি বুঝলাম না। মহুয়ার সাংসদ পদও খারিজ করে দেওয়া হল। আমি স্তম্ভিত।"

লোকসভায় মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মমতা। পাশাপাশি, দল মহুয়ার পাশে আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মমতা বলেন, "দল মহুয়ার পাশে আছে। ছিল। এই ঘটনা থেকে বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি আরও এক বার প্রমাণিত। মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার সুযোগই দেওয়া হল না। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি।"মহুয়াকাণ্ড 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের আরও একজোট

এরপর ৩ পাতায়

শিশুদের শয্যায় 'কাকু'!

এসএসকেএমের আইসিইউতে চিকিৎসা চলছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিয়োলজি বিভাগের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তবে আইসিইউতে সাধারণ শয্যায় রাখা হয়নি তাঁকে। 'কাকু' রয়েছেন শিশুদের জন্য বরাদ্দ একটি শয্যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অন্য কোনও শয্যা খালি না থাকায় ওই শয্যায় তাঁকে রাখা হয়েছে।এসএসকেএমের কার্ডিওলজি বিভাগের আইসিইউতে মোট তিনটি শয্যা শিশুদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। ১৮, ১৯ এবং ২০ নম্বর শয্যাগুলিতে শিশুদের চিকিৎসা হয়ে থাকে। 'কাকু'কে রাখা হয়েছে ১৮ নম্বর শয্যায়। এ প্রসঙ্গে, হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অসুস্থ রোগীর চিকিৎসাই তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য। জরুরি পরিস্থিতিতে যে কোনও শয্যায় রেখেই রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছে।

সুজয়কৃষ্ণের অসুস্থতা নিয়ে এসএসকেএমের সুপার পীযূষ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। জানিয়েছেন, যা বলার তিনি ইডিকে বলেছেন। সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে কিছু বলবেন না।নিয়োগ মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায়

এরপর ৩ পাতায়

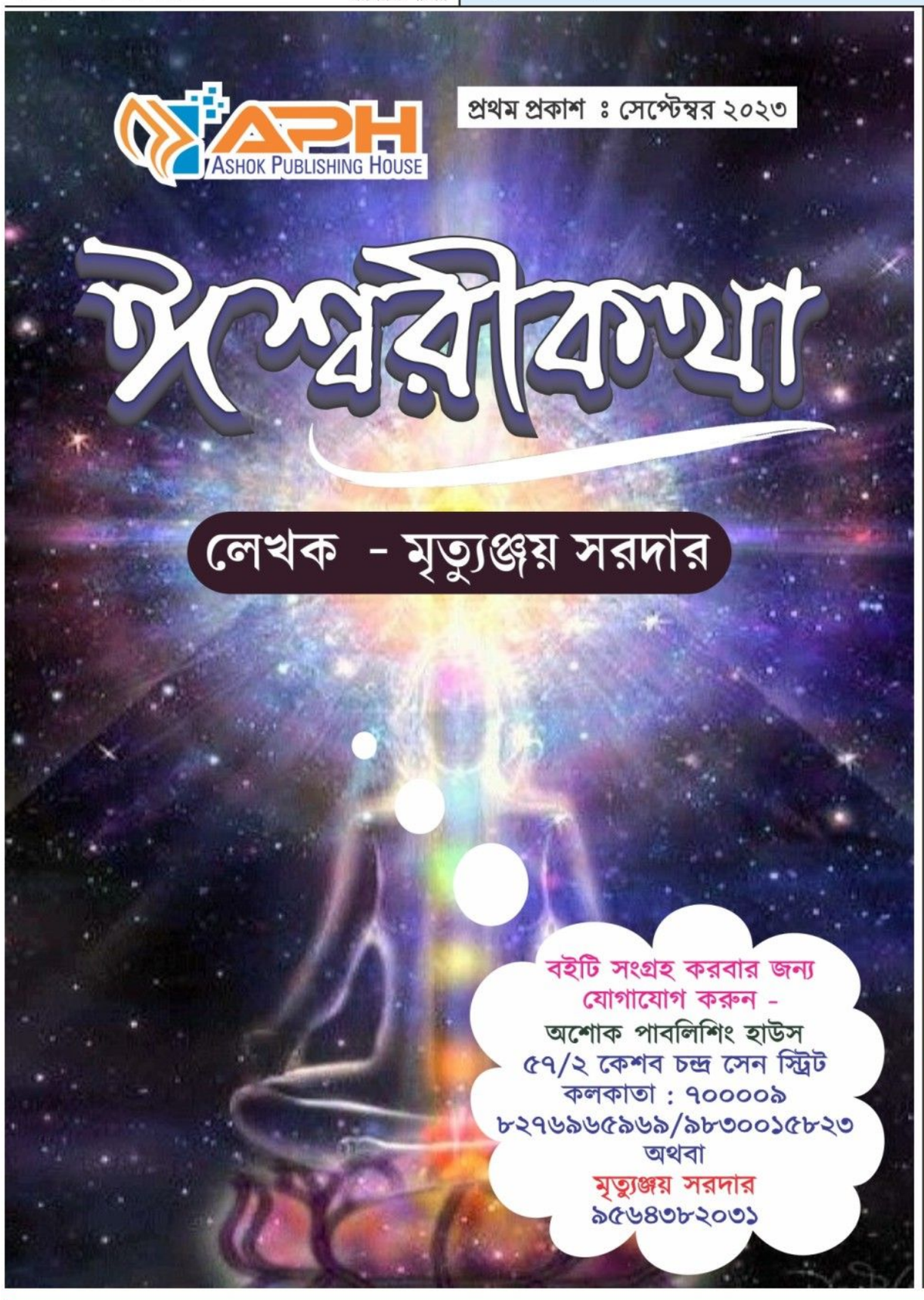

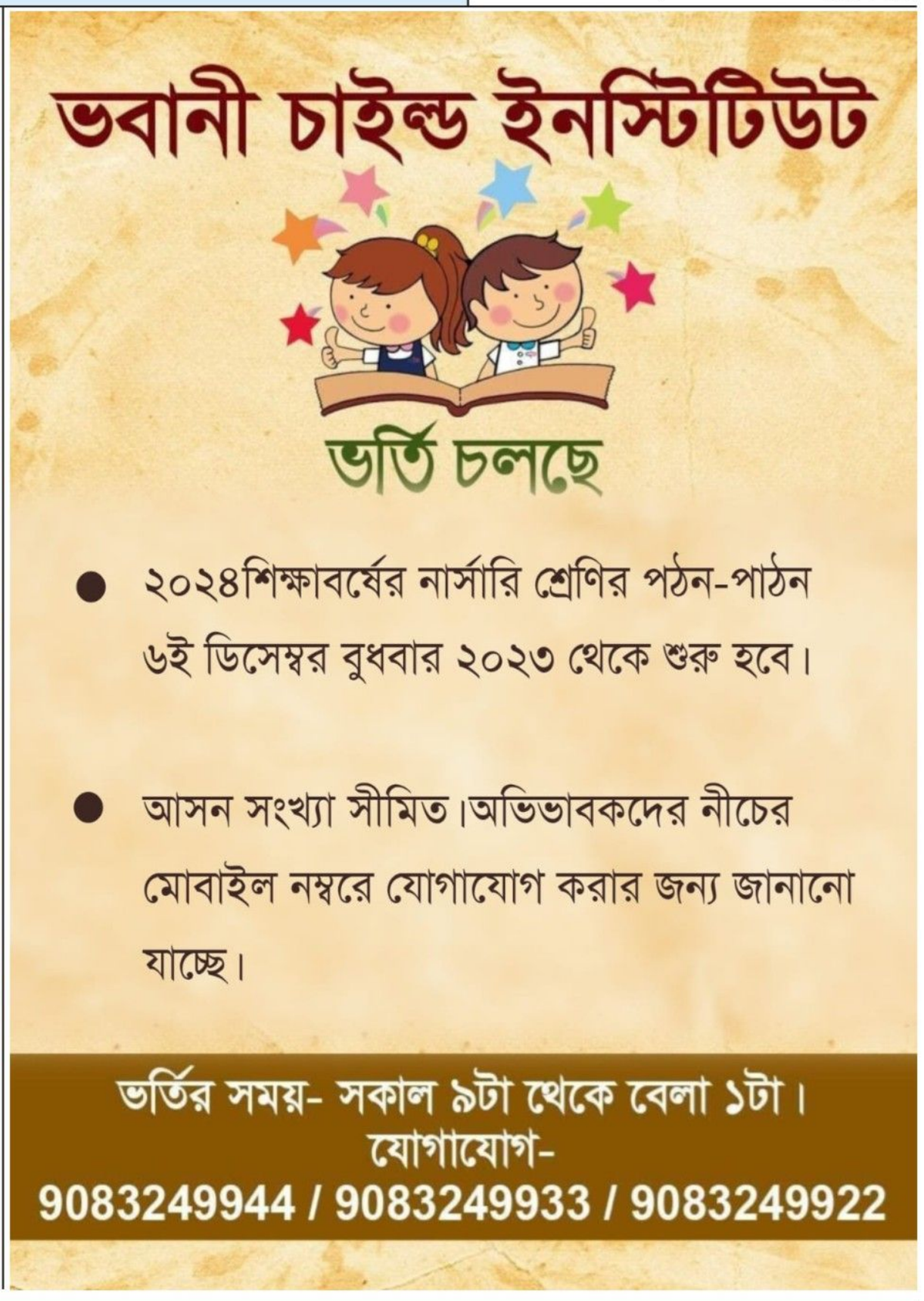

সাগরমেলায় দূষণ প্রতিরোধে

নানা পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাগর মেলা এ বার ৩০ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এ বারও দূষণ কতটা রোধ করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন পরিবেশকর্মীরা। প্রশাসন অবশ্য ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু পরিবেশকর্মীদের দাবি, প্রশাসন প্রতিবার আশ্বাস দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।এ ছাড়া, পাটের ব্যাগে প্রসাদ বিতরণের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে প্রশাসন। পর্যটকেরা যাতে প্লাস্টিকের জলের বোতল যেখানে-সেখানে না ফেলেন, সে জন্য মাইকে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার চলবে। সমুদ্র দূষণ রুখতে কপিলমুনি আশ্রমের সামনে সৈকত থেকে এক কিলোমিটার গভীরে, ১ নম্বর স্নান ঘাট থেকে ৬ নম্বর স্নান ঘাট জুড়ে থাকবে ভাসমান 'বুম'। সঙ্গে থাকবে জাল। এই ভাসমান 'বুম' জলের উপরিতল থেকে জালকে ভাসিয়ে রেখে সাগরে ভেসে যাওয়া আবর্জনা আটকাবে।

পরিবেশকর্মী বিশ্বজিত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'প্রতি বছরই প্রশাসন দূষণ রুখতে নানা পদক্ষেপের কথা বলে। যদিও মেলা শেষে দেখা যায়, দূষণ বেড়েই চলেছে। প্রশাসনের উচিত আরও বেশি সংখ্যায় শৌচাগার বানানো। সৈকতে আবর্জনা বালি-মাটির নীচে জমে থাকছে। প্লাস্টিক বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।"দূষণ ছড়ায়। বিশেষ করে সমুদ্রের জলে পুণ্যার্থীদের ফেলা নানা রকম বর্জ্যে ক্ষতি হয় জলজ বাস্তুতন্ত্রের।

পরিবেশকর্মীরা জানান, সাগরমেলায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থী সমুদ্রতটে স্নান করেন, পুজো দেন। পুজোর ফুল, মালার প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতলে ছেয়ে যায় তট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই প্লাস্টিক সৈকতে বালি চাপা পড়ে যায়। পরে তা ভেসে যায়। এ ছাড়াও, কাকদ্বীপের লট ৮ ঘাট থেকে ভেসেলে আসার সময়ে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ফুল-মালা মুড়িগঙ্গায় ফেলেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের কোনও নজরদারি থাকে না বলেই অভিযোগ। মেলা চলাকালীন যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করেন অনেকে। এর থেকেও দূষণ ও নানা রোগ ছড়ায়।

প্রশাসন সূত্রের খবর, মেলা চত্বরে স্থায়ী শৌচালয় থাকছে ২৫০০টি। অস্থায়ী শৌচালয় থাকছে ৩৫০০টি। যদিও লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর জন্য তা পর্যাপ্ত কি না, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।কাকদ্বীপ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলার ক'দিন প্রায় ৫০ লক্ষ জলের পাউচ বিলি করা হবে। পাউচ তৈরির জন্য চারটি মোবাইল ওয়াটার মেশিন থাকবে। ওয়াটার ট্যাঙ্ক থাকবে ৩১৫টি। যদিও প্রতি বছরই মেলা শেষে দেখা যায়, যত্রতত্র জলের পাউচ পড়ে রয়েছে। এর থেকেও প্লাস্টিক দূষণের আশঙ্কা করছেন পরিবেশকর্মীরা।

প্রশাসন সূত্রের খবর, মেলা চত্বর প্লাস্টিকমুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এ জন্য মিলিত ভাবে কাজ করছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, জেলা প্রশাসন ও গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ। এ বছর মেলায় পরিবেশবান্ধব ১৬ লক্ষ ব্যাগ বিলি করা হবে। গতবারের মতো এ বারও বসানো হবে বর্জ্য নিষ্কাশন যন্ত্র। সাগর ব্লক প্রশাসনের তরফে মেলা চত্বর সাফ রাখার জন্য ৪৫০ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। আবর্জনা নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। বসানো হবে ৪০০০ ডাস্টবিন। মেলা চত্বরের দোকানগুলি থেকেও পরিবেশবান্ধব ব্যাগ বিলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টি থামতেই আলুর ক্ষেতে

এবার বিমার কোম্পানির লোক! প্রহর গুনছেন চাষিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃষ্টি থামতেই এবার সরাসরি মাঠে মাঠে ঘুরছে ইনস্যুরেন্স এজেন্সি। কৃষকরা আলু চাষের ঋণ নেওয়ার সময় বিমা বাবদ প্রিমিয়াম জমা দেয় স্থানীয় সমবায় সমিতিতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কতটা ক্ষতি হয়েছে আলু চাষের সেই দিকে নজর রাখতেই স্থানীয় সমবায় সমিতির ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরছেন আলু চাষের ইনস্যুরেন্স কোম্পানি।এক চাষি বলেন, "আমরা সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেছি। ওঁরা আসছেন, আমাদের ৯০ শতাংশ আলু লাগানোও হয়ে গিয়েছিল। ক্ষতি প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ। ওঁরা ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। যাতে আমরা কিছুটা ছাড় পায়, সেটাই চেষ্টা করছেন।" ঋণ যাতে মকুব করা হয়, সেটাই সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন

এরপর ৩ পাতায়

নিম্নচাপের বর্ষার শীতে সুন্দরবন এলাকার

২০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কে কম্বল দিলেন কাঁটামারী বালক সংঘ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকের কাঁটামারী বালক সংঘের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকায় দুঃস্ত অসহায় বৃদ্ধ,বৃদ্ধা দের শীতের কম্বল দেওয়া হয় ২০০ জনের কে। কাঁটামারী বালক সংঘ প্রতি বছর শীতের সময় শাড়ী জামা কম্বল দিয়ে থাকে,সেমত এবছর ও একি ভাবে দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সহযোগিতা করেন প্রাক্তন রোটারিয়ান শ্রী প্রবীর নাথ মহাশয় ,সাথে ছিলেন সত্যব্রত দত্ত চৌধুরী ,নন্দিতা চৌধুরী,অভিষেক নাথ, আরএকি চক্রবর্তী ছন্দা চ্যাটাজী প্রমূখ ২০০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেন রোটারীয়া প্রবীর নাথ,সমতুল নস্কর মহাশয়।

এই নিম্ন চাপের বর্ষাতে ভীষন শীত পড়েছে সুন্দরবন এলাকার অসহায় মানুষ সবাই কম্বল পেয়ে খুব খুশি।এবং আগামী জানুয়ারি মাসে আরো ৫০০ জন অসহায় সুন্দরবন এলাকার মানুষকে কম্বল দেবেন বলে কাঁটামারী বালক সংঘের সম্পাদক শ্রী সমতুল নস্কর মহাশয় আমাদের প্রতিনিধি কে জানান।

প্রধানমন্ত্রী কেসিআর-এর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। শ্রী রাও পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে সি আর গারু-র পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার খবরে আমি উদ্বিগ্ন। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

এএসসিআই এবং আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স ডি

অ্যান্ড আই এজ সামিটে গবেষণা অংশীদার কান্তারের সাথে বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা উন্মোচন করেছে

- বিশ্বজুড়ে ৩৩% গ্রাহকের তুলনায় ৪৮ শতাংশ ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলির দ্বারা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছেন
- পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় মহিলাদের চিত্রণটি স্টিরিওটাইপিকভাবে (ত্বকের স্বর, চেহারা এবং বয়স) বিকৃত হতে থাকে
- এলজিবিটিকিউআই, নিউরোডাইভারজেন্ট, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ নাগরিকসহ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি ভারতীয় বিজ্ঞাপন থেকে প্রায় অনুপস্থিত
- বৈচিত্র্যময় এবং প্রগতিশীল বিজ্ঞাপন ব্র্যান্ডগুলির জন্য উচ্চতর আরওআই আদেশ

Kolkata, 7ই ডিসেম্বর, 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) এবং ইউএন উইমেন আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স (ইউএ), ভারতীয় বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিঅ্যান্ডআই)নিয়ে তাদের সহযোগিতামূলক গবেষণা শুরু করেছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ড রিসার্চ পার্টনার কান্তার দ্বারা প্রস্তুত করা এই প্রতিবেদনে কর্পোরেটদের ইএসজি (পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন) লক্ষ্যগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের গভীরে ডুব দেয়। গবেষণাটি এএসসিআই এবং ইউএ দ্বারা সহ-হোস্ট করা ডিইআই এজ সামিটে উন্মোচন করা হয়েছিল এবং ডায়াজিও, এইচইউএল এবং ডিজনি স্টারের মতো সংস্থাগুলির দ্বারা সমর্থিত ছিল।

যৌথ প্রতিবেদনটি ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ডি অ্যান্ড আই উপস্থাপনা বনাম বৈশ্বিক অনুশীলন (২০২৩ সালের গ্লোবাল মনিটর জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার) এবং ডি অ্যান্ড আই-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞাপনের প্রবণতাসম্পর্কে মূল অনুসন্ধানগুলির একটি নতুন অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ডিঅ্যান্ডআই প্রতিনিধিত্বের কয়েকটি মূল মাত্রা ছিল বয়স, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখীতা, জাতি, শারীরিক চেহারা, সামাজিক শ্রেণি, অক্ষমতা এবং ধর্ম, বিশ্বের ২৮টি বাজার জুড়ে।

বৈশ্বিক মাত্রা

বিশ্বজুড়ে ৩৩ শতাংশ গ্রাহকের তুলনায়, ৪৮ শতাংশ ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলির দ্বারা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছেন। ভারতের সামাজিকভাবে সচেতন ভোক্তারা ব্র্যান্ডগুলির অন্তর্ভুক্তির পথে জন্য উতসাহ এবং যারা এখনও ডি অ্যান্ড আই গ্রহণ করেননি তাদের জন্য একটি জাগ্রত আহ্বান।

গবেষণাটি ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রচারিত সমস্ত নতুন বিজ্ঞাপনগুলি অনুসন্ধান করেছিল। গত কয়েক বছর ধরে কান্তারের বিজ্ঞাপনের বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাথে মিলিত, গবেষণাটি ভারতে ডিইআইয়ের প্যাটার্ন, অগ্রগতি এবং উন্নতির সুযোগের একটি স্ন্যাপশট সরবরাহ করে।

ভারতীয় গবেষণার মূল ফলাফল: ভারতীয় বিজ্ঞাপনে প্রতিনিধিত্ব বৈচিত্র্যের প্রায় অনুপস্থিতি ছিল। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এলজিবিটিকিউ + সম্প্রদায়ের ১% এরও কম প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ১% এরও কম বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত হয়েছে এবং মাত্র ৪% ভারতীয় বিজ্ঞাপনে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের চিত্রিত করা হয়েছে।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব: যদিও বিজ্ঞাপনে মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষদের সাথে তুলনীয় ছিল, এখনও স্টিরিওটাইপগুলি প্রচলিত রয়েছে।আরও বেশি মহিলাকে ফর্সা ত্বকের টোন দিয়ে চিত্রিত করা হয় (পর্দায় ৫৮% মহিলা বনাম ২৫% পুরুষ), কম বৈচিত্র্যময় শারীরিক চেহারা (৩৯% মহিলাকে পর্দায় সরু বনাম ১৬% পুরুষ হিসাবে দেখানো হয়েছিল) এবং কম অ-প্রচলিত ভূমিকা (১৭.৫% মহিলাকে একমাত্র যত্নশীল বনাম ৩.৫% পুরুষ চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল) এবং কম কর্তৃত্বপূর্ণ (পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের মহিলা সমকক্ষদের তুলনায় তিনগুণ বেশি কর্তৃত্বপূর্ণ) দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে।

৬২ শতাংশ পুরুষের তুলনায় ২০ থেকে ৩৯ বছর বয়সের মধ্যে ৮৬ শতাংশ নারীকে কম বয়সী হিসেবে দেখানো হয়।

আরওআই বুস্ট

কান্তারের সাথে আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স দ্বারা ডিজাইন করা গবেষণার আনস্টেরিওটাইপ মেট্রিক বা ইউএম নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন ট্র্যাক করে আরও প্রগতিশীল বিজ্ঞাপনযুক্ত ব্র্যান্ডগুলির জন্য আরওআইয়ের উপর প্রভাব বোঝার জন্য।

গবেষণায় দেখা গেছে, ইতিবাচক মহিলা এবং পুরুষ ইউএম উচ্চতর বিপণন আরওআই উন্মোচন করেছে, বিক্রয়ের স্বল্পমেয়াদী লাভ এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটির দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা উভয়ক্ষেত্রেই।

২০২২ সালে কান্তার কর্তৃক পরীক্ষিত বিজ্ঞাপনগুলিতে আনস্টেরিওটাইপ মেট্রিকের শীর্ষ কোয়ার্টাইল এবং নীচের কোয়ার্টাইলের বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে ব্র্যান্ড ইক্যুইটিতে ৫৪ (আরও ইতিবাচক মহিলা ইউএম) এবং ৫৯ (আরও ইতিবাচক পুরুষ ইউএম) এর গড় শতাংশের পার্থক্য ছিল এবং স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় সম্ভাবনার মধ্যে ৩২ (আরও ইতিবাচক মহিলা ইউএম) এবং ৩৮ (আরও ইতিবাচক পুরুষ ইউএম) এর গড় শতাংশের পার্থক্য ছিল।

ডিইআই এজ সামিট

অন্তর্ভুক্তিমূলক কাস্টিং, সংস্থাগুলির সাথে বৃহত্তর বৈচিত্র্য এবং ডিঅ্যান্ডআই উদ্দেশ্যের সাথে একত্রিত হওয়া এমন কয়েকটি ক্ষেত্র যা বিজ্ঞাপনদাতারা একটি সফল ডি অ্যান্ড আই যাত্রা শুরু করার জন্য অন্বেষণ করতে পারেন। এই সামিটে ডিঅ্যান্ডআই গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা এবং সামনের সম্ভাব্য উপায়গুলি অন্বেষণ করতে, বিভিন্ন ব্র্যান্ড কেস স্টাডি প্রদর্শন করতে এবং এই যাত্রাশুরু করতে ইচ্ছুক ব্র্যান্ডগুলির জন্য অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কণ্ঠকে একত্রিত করা হয়েছিল। শিল্পের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা, ডি অ্যান্ড আই চ্যাম্পিয়ন, এবং মিডিয়া এবং চলচ্চিত্রগুলি এই স্থানটিতে তাদের মতামত এবং যাত্রা ভাগ করে নিয়েছে।

মনীষা কাপুর, সিইও এবং সেক্রেটারি-জেনারেল, এএসসিআই, বলেন, "কোনও সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞাপন সমাজকে গঠন করে। ভারতীয় বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্যময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিবরণের অভাব রয়েছে যা ব্র্যান্ডগুলিকে সত্যিকারের প্রান্ত প্রদান করতে পারে, যেমনটি গবেষণায় দেখা যায়। দ্য আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে, এএসসিআই বিজ্ঞাপন শিল্পকে তার ডিইআই প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে পেতে সাহায্য করতে এবং সমর্থন করতে চায়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগটি একটি শক্তিশালী, এবং এই ইভেন্টটি ব্র্যান্ড এবং সমাজ উভয়ই এই জাতীয় প্রগতিশীল অন্তর্ভুক্তি থেকে প্রাপ্ত বিপুল সুবিধাগুলি প্রদর্শন করে।"

যে ব্র্যান্ডগুলি ডিইআইকে অভ্যন্তরীণ করেছে তারা সম্মত হয়। ডায়াজিও ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার রুচিরা জেটলি বলেন, "বিপণনকারী হিসাবে, অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্যকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এবং ব্র্যান্ড প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় এবং প্রগতিশীল কণ্ঠস্বরকে উন্নত করে এমন গল্প বলার ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যেখানে স্ক্রিপ্ট থেকে পর্দা পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং যা আমাদের ভোক্তাদের সাথে অনুরণিত হয়। আমরা সাত বছর আগে প্রগতিশীল চিত্রায়ণে আমাদের যাত্রা শুরু করেছি এবং আমাদের অগ্রগতিতে গর্বিত। বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি ডিয়াজিওর সোসাইটি ২০৩০ উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

শিশুদের শয্যায় 'কাকু'! এসএসকেএমের আইসিইউতে চিকিৎসা চলছে

তাঁকে ভর্তি করানো হয় এসএসকেএমে। তাঁর গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইডি। কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও এখনও তা সংগ্রহ করা যায়নি। এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের দাবি, সুজয় অসুস্থ। তাঁর স্বাস্থ্য গলার স্বরের নমুনা দেওয়ার উপযোগী নয়। এই ঘটনায় হাসপাতালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ইডি।

আদালতের নির্দেশে এসএসকেএমের বাইরে সুজয়কে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জোকা ইএসআই হাসপাতালে গঠন করা হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ডও। শুক্রবারই এসএসকেএম থেকে সেখানে 'কাকু'কে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সবুজ সঙ্কেত দিলে শুক্রবারই গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করার কথা ইডির। কিন্তু তার আগেই ব্যাঘাত ঘটেছে আবার। এসএসকেএম সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে 'কাকু'র শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তাই তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে।শুক্রবার সকালে এসএসকেএমে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকেরা। পৌঁছয় একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণকে শুক্রবার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে সুজয় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাই তড়িঘড়ি তাঁকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়।

১-ম পাতার পর

অন্যায় ভাবে বহিষ্কার, আমি স্তম্ভিত! মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

করে তুলেছে বলে জানান মমতা। তিনি বলেন, "আমি 'ইন্ডিয়া'কে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা একজোট আছি। 'ইন্ডিয়া'র সঙ্গে মিলেই দল মহুয়ার হয়ে লড়বে। আমরা সকলে বিজেপি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।"

মমতা জানান, লোকসভা ভোটের আগে আর একটি মাত্র অধিবেশন বাকি ছিল। তাতে পরিকল্পনামাফিক মহুয়াকে অংশ নিতে দেওয়া হল না। তাঁর কথায়, "আমি ভেবেছিলাম প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আর একটি অধিবেশন বাকি ছিল। কী এমন হল যে, তার আগেই এক জন মহিলা সাংসদকে লোকসভা থেকে তাড়িয়ে দিতে হল? বিজেপির লজ্জা করে না? এই ঘটনা আমাদের উজ্জীবিত করবে।মহুয়া এবং আমরা লড়াই করব।"

১-ম পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মিলল না স্বস্তি, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক

তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে সাড়া না দিলেও এ দিন শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ইডি সিবিআই-কে আইন মেনেই কাজ করতে হবে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের লেখা চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকায় তাঁকেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন অভিষেক। যদিও সেখান থেকে মামলা ফিরে আসে হাইকোর্টে। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে হাইকোর্টে মামলার বেঞ্চ পরিবর্তন হয়। বেঞ্চ পরিবর্তন হলেও বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বজায় রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। উল্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন তিনি। বিচারপতি সিনহার এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন অভিষেক। ডিভিশন বেঞ্চেও প্রশ্নের মুখে পড়ে তৃণমূল নেতার আবেদন। এর পর ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলারই আজ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রোটোকল ভেঙে নির্বাচনী এলাকায় শেখ হাসিনা, দেখা করলেন স্থানীয়দের সঙ্গে

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। তুঙ্গে প্রস্তুতি। জোরকদমে চলছে নির্বাচনের কাজ। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী তরজা ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। এর মাঝেই নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে শুক্রবার নিজের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ জেলার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।আমন্ত্রিত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জর্জিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মিশর, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, থাইল্যান্ড, আজারবাইজান, মালয়েশিয়া, মরিশাস, তিউনিশিয়া, ব্রুনাই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার, ওমান, কুয়েত, সৌদি আরব, চিন, জাপান ও সিঙ্গাপুর। এ ছাড়া সার্ক ও ওআইসি মহাসচিব, ফেম্বোসা ও এ-ওয়েব চেয়ারপার্সনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রোটোকল ভেঙেই সেখানে পৌঁছন তিনি।

জানা গিয়েছে, গোপালগঞ্জে দুদিনের সফরে গিয়েছেন শেখ হাসিনা । শুক্রবার ছিল এই সফরের দ্বিতীয় দিন। এদিন সকালে টুঙ্গিপাড়া থেকে কোটালিপাড়া যান প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামি লিগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকালে প্রোটোকলের বাইরে গিয়ে পতাকাবিহীন ব্যক্তিগত গাড়িতে টুঙ্গিপাড়া থেকে কোটালিপাড়া যান। বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে সড়কপথে গোপালগঞ্জ যান আওয়ামি লিগ সভাপতি। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে আজ পদ্মাসেতু হয়ে সড়কপথে তাঁর ঢাকা ফেরার কথা।'

এদিন কোটালিপাড়ায় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন হাসিনা। কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামি লিগ কার্যালয়ে ঘরোয়াভাবে স্থানীয় শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন তিনি। এই সময় সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন, শেখ সালাউদ্দিন, শেখ তন্ময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এদিকে হাসিনা সরকারকে উৎখাত করার দাবিতে বিএনপি-জামাত-সহ সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে। একই দাবিতে তারা ২০১৪ ও ২০১৯ সালেও ভোট বয়কট করেছিল। গত দুমাস ধরে বিরোধীদলগুলোর ডাকা অবরোধ-বনধে ২৬৭টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগের খবর পেয়েছে দমকল বিভাগ। অবশ্য বেসরকারি হিসাব আরও বেশি। আজ শুক্রবার দমকল সদর দপ্তর থেকে মিডিয়া সেল জানিয়েছে, গত ২৮ অক্টোবর থেকে ৮ ডিসেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত এসব অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের নির্বাচন দেখতে চান ১৭৯ বিদেশি পর্যবেক্ষক। যাঁদের মধ্যে ১৩১ পর্যবেক্ষক এবং ৪৮ জন সাংবাদিক রয়েছেন। সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন দেখতে আগ্রহী ১৭৯ জন আবেদন করেছেন। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন সচিব মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম এই তথ্য দিয়েছেন। ইসির দেওয়া অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁরা পর্যবেক্ষক হিসাবে আসতে পারবেন। আবেদনকারীদের আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুমোদন দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আসতে পারবেন। আবেদনগুলো বিদেশমন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সূত্র জানিয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখার জন্য ৩৪টি দেশের নির্বাচন কমিশন ও ৪টি সংস্থার ১১৪ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁদের স্থানীয় যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার সব ব্যয় বহন করবে ভোট আয়োজনকারী সংস্থাটি।

২ পাতার পর

বৃষ্টি থামতেই আলুর ক্ষেতে এবার বিমার কোম্পানির লোক! প্রহর গুনছেন চাষিরা

চাষিরা।

সমবায় সমিতির ম্যানেজার বলেন, "জমিতে জল দাঁড়িয়ে। আলু তো একশো শতাংশই নষ্ট হয়ে যাবে। বিমা কোম্পানির কাছে আবেদন করছেন চাষিরা। সরকারের কাছে আবেদন যাতে ঋণ মকুব করা হয়। নতুন করে আলু লাগাতে বীজ, সার সবই লাগবে।" সমবায় সমিতি থেকে ২ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান।জৈব ও রাসায়নিক সার জমিতে ছড়িয়ে ট্রাক্টর দিয়ে জমি তৈরি করে নতুন আলু বীজ বসিয়েছিলেন চাষিরা। আর সেই আলু জমি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বৃষ্টিতে জল জমে নষ্ট হয়েছে। মাটিতে পোঁতা বীজ সবটাই পচে যাবে বলছেন চাষিরা। কারণ আলু ক্ষেত বেশি জল সহ্য করতে পারে না। এই জমি শুকোতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগবে । আবারও নতুন করে আলু বসাতে হলে খরচ দ্বিগুণ হবে। এবং আলু চাষও পিছিয়ে যাওয়ায় ফলনও কম হবে।

যদিও গোঘাটের কাটালি ও ভাদুর এলাকার চাষিদের অভিযোগ মাঠে লাগানো একশো শতাংশ আলু জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা ক্ষতির সম্মুখীন। চাষিদের আলু চাষে ক্ষতি যে হয়েছে সে কথাই বলছেন গোঘাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা মনোরঞ্জন পাল।

২ পাতার পর

এএসসিআই এবং আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স ডি অ্যান্ড আই এজ সামিটে গবেষণা অংশীদার কান্তারের সাথে বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা উন্মোচন করেছে

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রগতিশীল বিপণন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি মূল অংশ।"

সুসান, ফার্গুসান, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইউএন উইমেন, বলেন, "আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া ন্যাশনাল চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক হিসাবে আমরা এএসসিআই একাডেমির সহযোগিতায় ডিইআই এজ সামিটের আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত। গত দু'বছর ধরে, ভারতে আনস্টেরিওটাইপ অ্যালায়েন্স ব্র্যান্ড, সংস্থা এবং ব্যক্তিদের একত্রিত করেছে যারা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়ার রূপান্তরমূলক প্রভাবে বিশ্বাস করে। আমাদের প্রচেষ্টা প্রচারাভিযানকে অতিক্রম করে; আমরা স্টিরিওটাইপগুলি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করি, একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করি যা বিজ্ঞাপন শিল্পে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করে"।

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে

২৮টি ডিইআই কান্ট্রি ফ্যাক্টবুকগুলির উদ্দেশ্য হল গ্লোবাল মনিটর সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৮টি বাজারের প্রতিটিতে বৈচিত্র্যের ল্যান্ডস্কেপ এবং মূল ইকুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলি সম্পর্কে সংস্থাগুলিকে মৌলিক ধারণা প্রদান করা।

প্রাথমিক তথ্য উৎস: বেশিরভাগ পরিমাণগত অনুসন্ধানগুলি ২০২৩ গ্লোবাল মনিটর জরিপের উপর ভিত্তি করে। জরিপটি বিশ্বের ২৮টি বাজারে ১৩ বছরের বেশি বয়সী ৩৬,০+ ভোক্তাদের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

*বাজার অন্তর্ভুক্ত: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সুইডেন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম।

অন্যান্য মূল সূত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে:

- ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক
- সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইনডেক্স
- ডব্লিউইএফ জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স
- ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক
- গ্যালাপ পোল
- ইপসোস পোল

পরিভাষা: সমগ্র প্রতিবেদন জুড়ে, এলজিবিটিকিউ + শব্দটি সমকামী, গে, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার এবং কুইয়ার সম্প্রদায়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এলজিবি শব্দটি জরিপের উত্তরদাতাদের উল্লেখ করার সময় ব্যবহৃত হয় যারা সমকামী, গে বা উভকামী হিসাবে চিহ্নিত করে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩৩ সংখ্যা ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম রেল প্রকল্প।

এই রেলপথে জাতীয় গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের দিকে নির্মাণকাজ করছে রেল মন্ত্রক ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেড (আইআরসিওএন)-এর মাধ্যমে। এরজন্য অর্থ সংস্থান করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক। বাংলাদেশের দিকে নির্মাণকাজ করছে বাংলাদেশ রেলওয়েজ। অর্থের সংস্থান করছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এই রেলপথের মাধ্যমে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়বে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে।

১৯৭১এ সংসদে আইনের মাধ্যমে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল (এনইসি) গঠিত হয়েছিল একটি বিধিবদ্ধ উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ হিসেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এটি উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ হিসেবে ২০০২ পর্যন্ত কাজ করে। এরপরে ২০০২-এ একটি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এনইসি-কে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়।

শুরু থেকে এই অঞ্চলের উন্নয়নে এনইসি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এনইসি সাফল্যের সঙ্গে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, যেমন- ইম্ফলে রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, শিলং-এ নর্থইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমি ইত্যাদি।

এর পাশাপাশি এই অঞ্চলে গুরুত্বর্পূ পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে এনইসি। যেমন- ১১ হাজার ৪৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক, ৬৯৪.৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র, ১০ হাজার ৩৪১.৬৩ সার্কিট কিলোমিটার বন্টন ও বিতরণ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক, ১১টি স্টেটবাস টার্মিনাস, ৩টি ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাস। এছাড়া গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, জোরহাট, ইম্ফল, উমরয় এবং তেজু'র মতো ৬টি আঞ্চলিক প্রধান বিমান বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হাতে নিয়েছে এনইসি।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(দ্বাদশ পর্ব)

তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

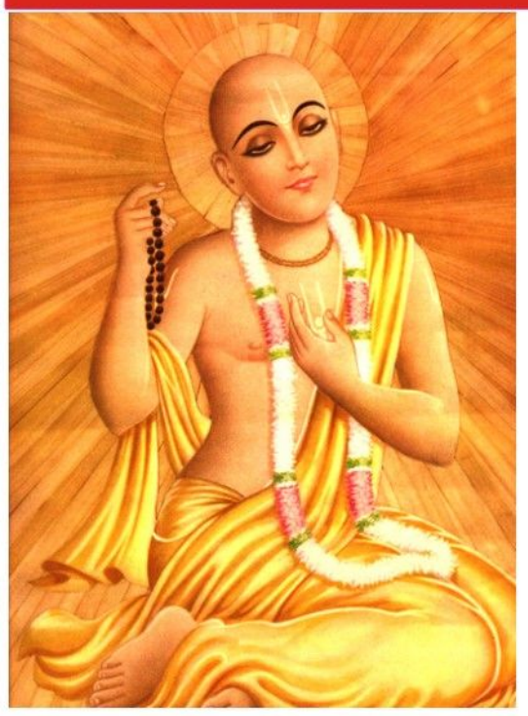

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী কেউ এসবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং সমকালীন ভক্ত কবিদের চৈতন্যদেহ বা চৈতন্যসমাধি সম্পর্কে এমন লৌহ কঠিন নীরবতা সম্ভব হত না। এসবই আবার প্রতাপরুদ্রের পুত্রহন্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তির ফলকটি সঞ্চালিত করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবলে আজ বিপন্ন মানবসভ্যতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

দুর্নীতি করার সাহস করবে না। কয়েক কোটি জনতাকে সংশোধন করতে বেগ পেতে হবে না, যদি কয়েক হাজার অফিসারকে ঠিক করা যায়। তবেই ক্যান্সার যেভাবে মানুষকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দোরগোড়ায় নিয়ে যায়, দুর্নীতি ঠিক সেভাবেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? যেহেতু মরণব্যাধি ক্যান্সারের ওষুধ বের হয়েছে। এখন অনেকের ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার খবর পাওয়া যায়?শত চেষ্টা করেও দুর্নীতি রুখতে পারে না এই দেশে ,প্রতি মুহূর্তে কেন চলে ঘটেছিল দুর্নীতি পরায়ন ঘটনা। ক্যান্সার যেমন একবার শরীরের সব ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে, দুর্নীতি প্রতিটি বিষয়ের ছড়িয়ে পড়েছে রন্ধে রন্ধে। হাজার কষ্টের মধ্যেও সর্বোদয় আমি নিজের কাজে পি পা হয়নি। বর্তমানে আমার পিতা হসপিটালে ভর্তি তবুও আমি আমার কলম ভাষা বন্ধ করার পক্ষে নয়।নীতি গত আদর্শ মধ্যে আমি যেভাবে জন্য কি দুর্নীতিকে নিজে চোখে দেখেছি, তার আড়াল করাটা অত সহজ নয়।

আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হলো নীতিবিরুদ্ধ, কুনীতি, অসদাচরণ, অসৎ উপায় অবলম্বন, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন, নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ ইত্যাদি। আর প্রতিরোধ অর্থ হচ্ছে-নিরোধ, নিবারণ, বাধাদান, প্রতিবন্ধকতা, আটক, ব্যাঘাত। আভিধানিক অর্থে শব্দটি অত্যন্ত ছোট হলেও এর অর্থ ব্যাপক। দুর্নীতিকে নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায় না। বিজ্ঞজনরা দুর্নীতিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দুর্নীতির ধরন প্রকৃতি বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। তাই তা নির্দিষ্টকরণ জটিল কাজ। দুর্নীতি এমন এক ধরনের অপরাধ, যার সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার, সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার যুক্ত। সাধারণ কথায় দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ উৎকোচ গ্রহণ বা মহল বিশেষের অশুভ স্বার্থ হাসিল করাকে দুর্নীতি বোঝায়।এদিকে

বাংলার সমাজজীবনে অনৈক্য, হিংসা, দলাদলি, কোন্দল, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস এবং চরম দুর্নীতি বিরাজ করছে। দুর্নীতি আজ রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামাজি, ধর্মীয় ও ব্যক্তি জীবনের সব ক্ষেত্রে বিরাজ করছে। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তা থেকে বাদ যায়নি। আর যাই হোক দুর্নীতিমুক্ত সমাজ সবার কাম্য। দুর্নীতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে এবং জনগণের সম্পদকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা জাগায়। দুর্নীতি ও বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে যারা প্রভাব বিস্তার করে তারা সেই প্রভাব স্বীকার করে না। এই দুর্নীতিপরায়ণ অবস্থা কোনো নীতিকথা ও তথাকথিত সামাজিক বয়কটে পরিবর্তন হবে না। বর্তমান যুগে অপরাধের ধারা বদলে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে ভিওআইপির সাহায্যে কতিপয় কোম্পানি যে অনাচার করে এসেছে, প্রশাসন তাদের কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। এসব দুর্নীতি ও অপরাধ কর্মের সঙ্গে সমাজের উচ্চ মহলের শিক্ষিত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদদ রয়েছে। তাদের সহায়তায় অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে বহাল তবিয়তে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় দ-তিদের অর্ধেকেরও বেশি অপরাধী সামাজিক ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছে রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। দুদকের তত্ত্বাবধানে গত দেড় বছরে প্রায় ৩২৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪২৫টি মামলা হয়েছে এবং এর মধ্যে নিম্ন আদালতে ৮৯টি মামলার রায়ে সাজা দেওয়া হয়েছে ১২৪ জনকে। তন্মধ্যে দুদকের তালিকাভুক্ত মাত্র ৪০ জন। এর মধ্যে আবার ২৪ জনই পলাতক। সব মিলিয়ে ইতোমধ্যে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ৮১ জনই পলাতক। ধনী ও প্রভাবশালীরা নিয়ম মেনে চলে না। তাই সঠিক নীতি কাজ করে না। টিআইবি রিপোর্টে বাংলাদেশ চারবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমাদের দেশে দুর্নীতির খতিয়ান তেমনি প্রকাশ্যে কোনো রিপোর্ট দেখা যায় না। তবে দুর্নীতিমুক্ত ভারত করতে গেলে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হওয়া দরকার।দুর্নীতির কবলে পড়ে আজ দেশ অবনতির রথ দেখছে।দুর্নীতি বিষয়ে নিজে গবেষণা করে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, তা আজ আমার কলমে তুলে ধরবো।মানুষ কেন দুর্নীতি করে তার উত্তর খুঁজতে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মানসিকতা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তি ও সমাজ এ দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাঝেই দুর্নীতির উদ্ভব এবং বিস্তার হয়। তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে কী কী উপাদান দুর্নীতির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে তা উদঘাটন করে সেগুলোকে দুর্নীতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-১. ঐতিহাসিক কারণ, ২. অর্থের মূল্যস্তর বৃদ্ধি, ৩. অপর্যাপ্ত বেতন, ৪. রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ত্রুটি, ৫. অপরাধ দূরীকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাব, ৬. আইন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব, ৭. অর্থের মাপকাঠিতে সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ প্রবণতা, ৮. ব্যক্তিগত লোভ-লালসা ও ৯. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।অন্যদিকে

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষা ও জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুত দুর্নীতির প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সংশোধনের জন্য কার্যকর সামাজিক নীতি-কর্মসূচি গ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে। আর এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় আনা যেতে পারে- যেমন : দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা তথা শিক্ষা কৌশল, বিভিন্ন প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানমালা, সাহিত্য ও বিচিত্রানুষ্ঠান, স্লোগান, পথযাত্রা, রেডিও-টিভি, ছায়াছবি, দুর্নীতিবিরোধী পোস্টার এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। নিম্নে দুর্নীতি মোকাবেলায় আরো কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে তুলে ধরা হলো- ১. দুর্নীতিবিরোধী চিন্তাচেতনার বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো। ২. আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। ৩. নেতৃত্ব ও সংগঠনের প্রতি জনগণের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করা। ৪. দুর্নীতি মোকাবেলায় গঠিত সংগঠনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ৫. ক্ষমতা ও কার্যকারিতা বিবেচনায় দুর্নীতি মোকাবিলায় অধিকতর ফলদায়ক উপায় ও পন্থা নির্বাচন। ৬. গৃহীত উপায় ও পন্থার প্রতি জনসর্থন যাচাই ও প্রয়োজনে সংশোধন। ৭. জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্নীতি মোকাবিলায় কার্যকর পন্থা ও উপায় কার্যকরকরণ। ৮. মূল্যায়ন ও কার্যকারিতা স্থায়ীকরণ। ৯. ধর্মীয় বিধানাবলি প্রচার ও কার্যকর করা। ১০. দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকা- পরিচালনা করা। ১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ১২. দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। ১৩. দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করা। ১৪. দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ বা সামাজিকভাবে বয়কট করা। ১৫. দক্ষ তদন্তকারী এবং সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা। ১৬. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এই দেশে খুব প্রয়োজন বলে মনে হয়।তবে দুর্নীতিমুক্ত করার মত মানসিকতার লোক এ দেশে খুজেঁ পাওয়া বড় মুশকিল।দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব ও এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় রাজনৈতিক ও সরকারি প্রতিশ্রুতিতে। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার, সরকারের বাৎসরিক বাজেট বক্তৃতা, বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের গুরুত্বের স্বীকৃতির পাশাপাশি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ থাকে।তবে সমস্যা হয়, যখন এসবেরই সমর্থনে ও সহায়ক ভূমিকার প্রয়াসে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন বা প্রকাশ করা হয়। সরকার ও রাজনৈতিক মহলসহ ক্ষমতাবানদের একাংশ একধরনের অস্বীকৃতির মানসিকতা, সমালোচনা সইবার সৎ-সাহসের ঘাটতি, সমালোচক মাত্রই শত্রু, সমালোচক কখনো শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না এরূপ ভাবধারায় আবদ্ধ থেকে বার্তাবাহককে স্তব্ধ করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। আর যাই ঘটেছে যাক না কেন এই বাংলাতে।বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সর্বদা সজাগ দুর্নীতিমুক্ত করতে।বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়' কিংবা 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'- গানের এ কথাগুলো অনেক আগের হলেও আমাদের মনকে সব সময় নাড়া দেয়। বাংলা তথা বাংলাদেশ ও ভারতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে শত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে। এ ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদের একান্ত নিজস্ব এবং এ নিজস্বতাকে বাঁচিয়ে রাখবে বংশপরম্পরায়, বছরের পর বছর, এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এটি কোনোভাবে মুছে ফেলার নয়। এ ধরণী সত্যি সত্যি পুষ্পে ভরা। ফুল যেমন নিষ্পাপ, পবিত্র, অন্যকে বিলিয়ে দেয়, তেমনি এ দেশের মানুষ তাদের মনুষ্যত্ব ও মমতা অন্যকে বিলিয়ে দেয়। প্রতিবছর হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন। মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ছে ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত হচ্ছে। শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সাফল্য বিশ্বের কাছে আমাদের বাংলাদেশের নাম তলাবিহীন ঝুড়ির পরিবর্তে পরিশ্রমী জাতি হিসেবে গণ্য করছে। এই তো মাত্র দুই মাস আগে আমরা আইটির ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছি। তবে এত কিছুর পরও আমরা যেন পেছনের দিকে হাঁটছি। রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিরতাকে বাদ দিলে আমরা যে খুব খারাপ অবস্থায় থাকি, তা বলা যাবে না। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নের সূচক নিম্নমুখী। তার মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। আজকের দিনের অঙ্গীকার হওয়া দরকার, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমাদের গর্ব। এটাই চাই সৎ সাদাসিদে মানুষেরা। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

স্মৃতিকাতর শাহরুখ!

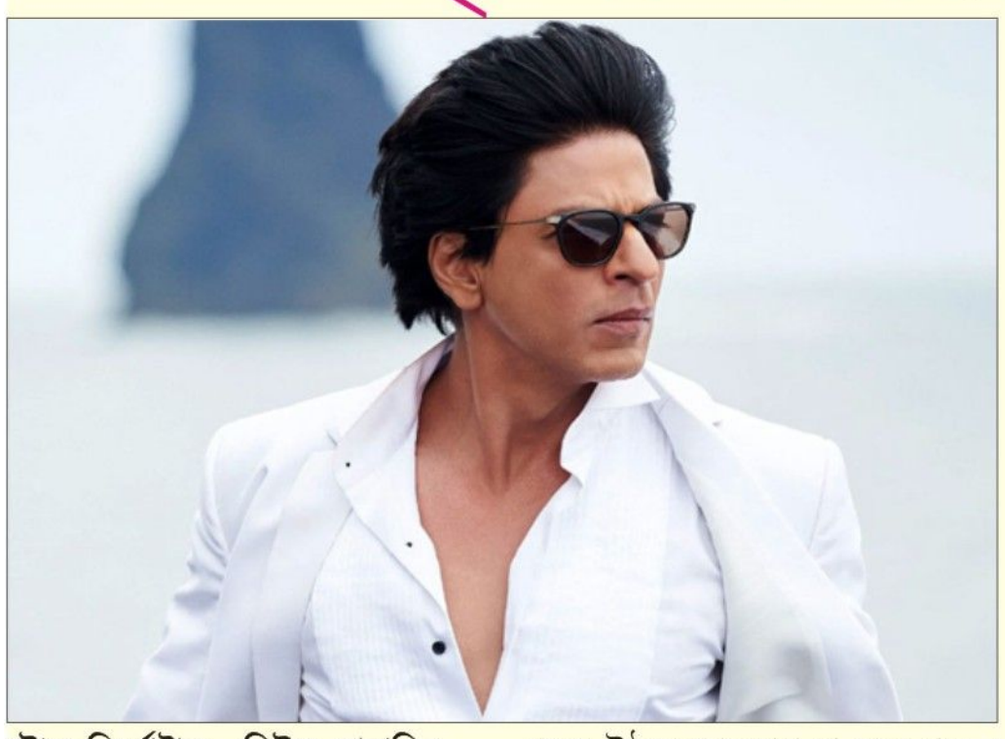

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সোনু নিগমের কণ্ঠে 'ডানকি' সিনেমার দ্বিতীয় গান 'নিকলে থে কভি হাম ঘরসে' দিন কয়েক আগেই মুক্তি পেয়েছে। গানটিকে 'ডানকি'র অন্যান্য গানের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় গান বলে দাবি করে গানটির প্রতি নিজের আবেগ প্রকাশ করলেন শাহরুখ।

হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা বলেছে, সম্প্রতি 'আস্ক এসআরকে' সেশনে 'নিকলে থে কভি হাম ঘরসে' গানের প্রসঙ্গ উঠলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন 'কিং খান'।

এক ভক্ত শাহরুখের উদ্দেশ্যে লেখেন, "আপনি এই গানটি দিয়ে আমাদের ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ করে তুলেছেন। আপনার মানসিক দুর্বলতা কী?" জবাবে বলিউড বাদশা লেখেন, "আমার যতদূর মনে হয় আমার পরিবারই আমার দুর্বলতা। এটা সবার ক্ষেত্রে নয় কি?"

আরও একজন লেখেন, "স্যার, এই গানটি আমাকে আমার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আপনি প্রথম যখন এটা শুনেছিলেন তখন কি একই অনুভূতি হয়েছিল?"

উত্তরে 'বাদশা' লেখেন, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই, এটা আমাকে আমার মা-বাবা, আমার দিল্লির সেই পুরনো দিন, বন্ধু-বান্ধব এবং সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে ভাবতে মনে করিয়ে দেয়। খুব আবেগপ্রবণ করে তোলে।"

এক ভক্ত বাদশাকে তার বাড়ি, পরিবার নিয়ে কিছু কথা শেয়ার করতে বললে উত্তরে শাহরুখ লেখেন, "যেখানে হৃদয় জুড়ে আছে, সেটাই হল ঘর, যেখানে হৃদয় জুড়ে নেই, সেটা কীভাবে ঘর হবে?"

কেউ আবার তাকে তার শৈশব নিয়ে কিছু কথা বলারও অনুরোধ করেন।

এমন কথায় মজা করে শাহরুখ লেখেন, "আমি এখনও শিশু। আমারও একটা সুন্দর শৈশব ছিল। আমি আমার বাবা-মাকে ভীষণ মিস করি।"

উল্লেখ্য, ২২ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমা 'ডানকি'।

কৃতি শ্যাননকে নিয়ে ভুয়া খবর, নিলেন আইনি পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন অনলাইনে অর্থ লেনদেনে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা করেছেন তএমন কয়েকটি 'ভুয়া সংবাদে' চটেছেন। তাকে নিয়ে মিথ্যা খবর ছড়ানোয় সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিলেন তিনি।

সেসব সংবাদে দাবি করা হয়, 'কফি উইথ করণ' শোয়ে অনলাইনে অর্থ লেনদেনে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা করেছেন কৃতি শ্যানন। তবে কৃতির দাবি, তিনি এমন কোনো প্রচারণা করেননিছবি।

এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কৃতি লিখেছেন, 'এই সংবাদগুলো পুরোপুরি মিথ্যা। অসৎ ও অসাধু উদ্দেশ্যে এগুলো প্রকাশ করা হয়েছে।'

কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, 'কফি উইথ করণ'র চলতি আসরে অষ্টম সিজনে এসে নাকি একাধিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের প্রচার করেছেন এই অভিনেত্রী। গুঞ্জনটি সামনে আসতেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি আরও লিখেছেন, আমার বিষয়ে একাধিক জায়গায় খবর ছাপা হয়েছে যে আমি নাকি 'কফি উইথ করণ'-এ গিয়ে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের প্রচার করেছি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর। এই খবরগুলো ছাপার পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যই কাজ করছে। আমি এমন কোনো কাজ করিনি। আমি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি এবং যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি। এই ধরনের ভুয়া খবর সবাই সতর্ক থাকুন।

যে ভিন্ন কারণে আলোচনায় তিন বলিউড তারকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নিয়মিত বিষয়। প্রেম ও বিয়ের যে গুঞ্জন এতদিন বাতাসে ভেসে বেরিয়েছে, সেটাও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এবার তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা, তা পরিণীতি অভিনীত কোনো সিনেমা বা চরিত্রের জন্য নয়। এমনকি প্রেম-বিয়ে-দাম্পত্যের নতুন কোনো গল্প মুখে ফিরছে না দর্শকের; বরং অনেকের একটাই প্রশ্ন- 'অ্যানিম্যাল' ছবির প্রস্তাব ফিরিয়েছেন কেন? এই প্রশ্ন তাঁর দিকে ছুটে আসত না, যদি না 'অ্যানিম্যাল' ছবির বক্স অফিসে ঝড় তুলত। এরই মধ্যে ছবিটি শতকোটি টাকা আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। পাশাপাশি এতে অভিনয় করে দর্শকমনে ছাপ ফেলেছেন রণবীর কাপুর, রাশমিকা মান্দানা, ববি দেওল, অনিল কাপুরসহ অন্য শিল্পীরা।

চলচ্চিত্রবোদ্ধা অনেকের মত, কাহিনি, নির্মাণ, শিল্পীদের অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে 'অ্যানিম্যাল' যেহেতু দর্শক মনোযোগ কাড়তে পেরেছে, সেহেতু বলিউডের একাধিক ব্লকবাস্টার ছবির রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারে এটি। তাই এমন একটি ছবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া যে ভুল ছিল, তা স্বীকার করেন অনেকেই। মূলত পরিণীতির ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ছবির পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার কথার সূত্র ধরে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, 'অ্যানিম্যাল' ছবির নায়িকা চরিত্রের জন্য রাশমিকা মান্দানা নন, তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল পরিণীতি। কিন্তু স্ক্রিপ্ট পড়ে তিনি অভিনয় করতে আপত্তি জানিয়েছেন। এ কথা শোনার পরই নেটিজেনরা পরিণীতির দিকে প্রশ্ন ছুড়েছেনু কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

এর জবাবে এই বলিউড তারকা বলেছেন, 'অ্যানিম্যাল' ছবির চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়েছে, আমার চরিত্রটি খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সে কারণে ছবি থেকে সরে আসা। তা ছাড়া সে সময় আলোচিত নির্মাতা ইমতিয়াজ আলির 'চমকিলা' ছবিতে অভিনয় নিয়েও কথা হচ্ছিল। যেখানে আমার চরিত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'চমকিলা' ছবিটিই বেছে নিয়েছি। তবে 'অ্যানিম্যাল' ছেড়ে দেওয়া এবং এই ছবির সাফল্য পাওয়া নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। কারণ সবার অভিনয় জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা হয়।

পরিণীতির মতো এখন আলোচনায় আছেন আর দুই অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অনন্যা পান্ডে। অনেক দিন ধরেই সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়ার দাম্পত্য জীবন নিয়ে নানা কানাঘুষা চলছে। বচ্চন পরিবারের এই বধূর সঙ্গে তাঁর শাশুড়ি ও ননদের বিবাদে জড়ানো নিয়ে কথা রটেছে। শুধু তাই নয়, স্বামী অভিনেতা অভিষেক বচ্চনের বাড়ি ছেড়ে মায়ের বাড়িতে চলে গেছে ঐশ্বরিয়া। এবার বিয়ের আংটি খুলে ফেলে বিচ্ছেদের গুঞ্জন আরও জোরালো করে তুলেছেন। অন্যদিকে, অনন্যা পান্ডে তাঁর প্রেমের সিলমোহর এঁটে দিয়েছেন সম্প্রতি একটি টি-শার্ট পরে। যেখানে ছোট করে লেখা 'কাপুর' শব্দটি; যা থেকে স্পষ্ট, অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কের গুঞ্জন চলেছে, সেটা একেবারে মিথ্যা নয়।

'অ্যানিম্যালে' অভিনয় করে যত পারিশ্রমিক পেলেন রণবীর, ববি ও রাশ্মিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে অ্যানিম্যাল্ছ। সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত এই ছবি নিয়ে শুরু থেকেই দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে ছিল। তার ওপর ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রণবীর কাপুর। সঙ্গে রয়েছেন ববি দেওল, অনীল কাপুর এবং রাশ্মিকা মান্দানা।

এই সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসিত হচ্ছেন রণবীর। সূত্রের দাবি এই সিনেমার জন্য রণবীর ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। এছাড়াও সিনেমাটির মুনাফা থেকেও একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবেন রণবীর।

ববি দেওল 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে খুব কম সময়ের জন্য রয়েছেন ববি দেওল। কিন্তু স্বল্প সময়েই তার অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। শোনা যাচ্ছে, 'অ্যানিম্যাল'-ছবিতে ববির পারিশ্রমিক ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে।

রশ্মিকা মন্দানা এর আগে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করলেও দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশ্মিকা মন্দানার কাঙ্ক্ষিত বলিউড ডেব্যু নিঃসন্দেহে 'অ্যানিম্যাল'। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি ৪ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে খবর।

গ্রেমিও অধ্যায় শেষ

সুয়ারেজের, গন্তব্য এবার মায়ামিতে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান ক্লাব গ্রেমিওয়ের হয়ে শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার লুইজ সুয়ারেজ। রোববার রাতে মাঠভর্তি দর্শকদের সামনে বিদায় নিয়েছেন তিনি। এসময় সুয়ারেজের সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী সোফিয়া ও সন্তানেরা।

এদিন অ্যারেনা দি গ্রেমিওতে ভাস্কো ডা গামার বিপক্ষে দলের জয়ে গোল পেয়েছেন সুয়ারেজ। তারই একমাত্র গোলে গ্রেমিওর জয় নিশ্চিত হয়েছে। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর গ্যালারির সব ভক্ত-সমর্থক দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানান সুয়ারেজকে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুয়ারেজকে নিয়ে গ্রেমিও লিখেছে, 'আমাদের ইতিহাসের একটি সুন্দর অধ্যায় তোমাকে নিয়ে লেখা হলো। সেই অধ্যায়ের নায়ক হলে তুমি। যেখানেই থাকো, ভালো থাকো। আনন্দময় হোক তোমার জীবন।'

ভাস্কো ডা গামার বিপক্ষে এই ম্যাচটির পরই ফ্রি এজেন্ট হয়ে গেলেন উরুগুয়ের এই কিংবদন্তি। এখন দলবদল ফি ছাড়াই সুয়ারেজকে দলে ভেড়াতে পারবে দলগুলো। ৩৬ বছর বয়সী সুয়ারেজের পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে ইন্টার মায়ামি। সেখানে গেলে পুরোনো সতীর্থ লিওনেল মেসি, সার্জিও বুসকেটস ও জর্দি আলবার সঙ্গে পুনর্মিলন হবে সুয়ারেজের।

বাটলারের কণ্ঠে 'ছোট দলের' সুর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'ভালো খেলেও হেরেছি।' ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের শুরুতে ৪ উইকেটে ওয়ানডে হেরেছে ইংল্যান্ড। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক জশ বাটলালের কণ্ঠে ছোট দলের মতো ওই আকুতি। কথায় আছে, 'বড় দল খারাপ খেলেও জেতে। ছোট দল হারে ভালো খেলেও।'

বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের পর বাটলারের ইংল্যান্ডের এখনও ছোট দলের দশা।

বিশ্বকাপের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে আরেকটি সুযোগ চেয়েছিলেন বাটলার। নতুন শুরুতে ব্যাটার ফিল সল্ট, জ্যাক ক্রলিরা ভালো করলেও পেসার ব্রাইডন কার্স, গাস আটকিনসনরা রান আটকাতে পারেননি। দায়টা বেশি তাই পেসারদের। শেষ ৬১ বলে ১১৩ রান করে ৩২৬ রান তাড়া করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাটলার জানিয়েছেন, তাদের আগ্রাসন হিতে বিপরীত হয়েছে, 'আমরা ইতিবাচক ছিলাম, আগ্রাসী ছিলাম। শুরু থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চাপে রাখতে চেয়েছিলাম। এমনকি যখন ব্যাকফুটে ছিলাম, তখনও পাল্টা আক্রমণ করতে চেয়েছি। তবে শেষ ১০-১২ ওভারে শেই হোপ ও শেফার্ড ম্যাচটা জিতে নিয়েছেন।'

দলের সেরা বোলার গাস আটকিনসন ২ উইকেট নিলেও ১০ ওভারে ৬২ রান দিয়েছেন। ব্রাইডন কার্স ৯ ওভারে ৭৩ আর স্যাম কারেন ৯.৫ ওভারে খেয়েছেন ৯৮ রান। তাদের সঙ্গে বাটলারের চিন্তা করতে হচ্ছে নিজের ব্যাটিং নিয়েও। যাঁকে সাদা বলে সময়ের সেরা ব্যাটার ভাবা হচ্ছিল সেই বাটলার শেষ ১৩ ম্যাচে ১৮.৮৪ গড়ে রান করেছেন। একবারও ৫০ রানের ঘরে ঢুকতে পারেননি। শেষ ৮ ম্যাচে তাঁর গড় ১০ রানেও কম।

রান খরা এত দীর্ঘ হওয়ায় হতাশ বাটলারও। তবে হতাশায় নিজেকে লুকিয়ে রাখায় সমস্যার সমাধান মনে করেন না তিনি, 'এমনিতে ভালো অবস্থায় আছি, কিন্তু আউট হয়ে যাচ্ছি। আমি হতাশ। এই ব্যর্থ যাত্রা এত দীর্ঘ হবে, আমি নিজেও ভাবিনি। তবে সত্যি হলো, আমার রানটা আমাকেই করতে হবে। আমি যদি ক্রিজে না গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখি তাহলে তো আর রান আসবে না।'

বাটলার এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন, পরিশ্রম করছেন। ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ খুঁজছে তার দলও।

ভারতের বিপক্ষে সাদা বলের

সিরিজে বিশ্রামে বাভুমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে। তার পরিবর্তে ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেবেন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক এইডেন মারক্রাম। বাভুমা ছাড়াও সাদা বলের এই দু'টি সিরিজে বিশ্রামে থাকবেন পেসার কাগিসো রাবাদা।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে দারুণ পারফর্ম করলেও সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। পুরো আসরে ব্যাট হাতে রানের দেখা পাননি বাভুমা। এমনকি শতভাগ ফিট না থাকা সত্ত্বেও খেলেছেন সেমিফাইনাল। তাই সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি।

আগামী ১০ ডিসেম্বর শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পরের দু'টি ম্যাচ হবে ১২ ও ১৪ ডিসেম্বর। ওয়ানডে সিরিজটি হবে ১৭, ১৯ ও ২১ ডিসেম্বরে। এরপর ২৬ ডিসেম্বর থেকে প্রথম টেস্ট ও ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড: এইডেন মারক্রাম (অধিনায়ক), ওত্নিয়েল বার্তমান, ম্যাথু ব্রিসকি, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোতসিয়া, ডোনোভান ফেরেইরা, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশভ মহারাজ, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিদি, আন্দিলে ফেলুকায়ো, তাবরাইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস, লিজাড উইলিয়ামস।

ওয়ানডে স্কোয়াড: এইডেন মারক্রাম (অধিনায়ক), ওত্নিয়েল বার্তমান, নান্দ্রে বার্গার, টনি ডে জর্জি, রিজা হেনড্রিকস, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশভ মহারাজ, মিহ্লালি মুপংওয়ানা, ডেভিড মিলার, ভিয়ান মুল্ডার, আন্দিলে ফেলুকায়ো, তাবরাইজ শামসি, রাসি ফন ডার ডুসেন, কাইল ভেরাইনা, লিজাড উইলিয়ামস।

টেস্ট স্কোয়াড: টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহ্যাম, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোতসিয়া, টনি ডে জর্জি, ডিন এলগার, মার্কো ইয়ানসেন, কেশভ মহারাজ, এইডেন মারক্রাম, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিদি, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরাইনা।

আর্চারের আইপিএল খেলা

আটকে দিলো ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আগামী আসরে খেলতে পারবেন না ইংল্যান্ডের পেসার জোফরা আর্চার। ২০২৪ সালের জুনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেন ভালো পারফর্ম করতে পারেন আর্চার, সেটি নিশ্চিতের জন্যই সামনের মৌসুমে আইপিএলে তাকে খেলার অনুমতি দেয়নি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইসিবি মূলত চাইছে, আর্চার যেন আইপিএলের টুর্নামেন্টে খেলে বাড়তি চাপে না পড়েন।

আইপিএলের আগামী আসরের নিলামে ১ হাজার ক্রিকেটারের মধ্যে ৩৪ ইংলিশ ক্রিকেটার থাকলেও নাম নেই আর্চারের। রয়েছে- মঈন আলি, জস বাটলার, স্যাম কারেন ও লিয়াম লিভিংস্টোনের মতো ক্রিকেটারদের নাম। তবে আইপিএলের আগামী আসরে খেলবেন না জো রুট ও বেন স্টোকস।

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ক্রিকইনফো' জানিয়েছে, সম্প্রতি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সাথে দুই বছরের চুক্তি করেছেন আর্চার। তার এই চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তির কারণেই আইপিএলের ড্রাফটে নাম রাখতে আর্চারকে নিষেধ করেছে ইসিবি।

ইসিবি জানিয়েছে, যদি আর্চার আইপিএলে খেলেন তাহলে তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কোয়াডে পাওয়াটা কঠিন হতে পারে। তার চেয়ে ভালো হবে, যদি তিনি যুক্তরাজ্যে থাকেন।

এর আগে চলতি বছরের মার্চ-মে মাসে অনুষ্ঠিত আইপিএলের আসরে ফ্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলার সময় হাতের কনুইয়ে চোট পান আর্চার। এরপর থেকে কোনো ধরনের পেশাদার ক্রিকেটে খেলতে পারেননি এই ডানহাতি পেসার।

ভারত বিশ্বকাপে দলের রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে ছিলেন আর্চার। কিন্তু মুম্বাইয়ে অনুশীলনের সময় হাতে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। পরে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

৮ ফুটবলার ইনজুরিতে,

দল সাজাতেই হিমশিম রিয়াল কোচের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একের পর এক বড় দুঃসংবাদ পাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এরইমধ্যে বিভিন্ন রকম ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন দলের ৭ ফুটবলার। এবার সে তালিকায় যুক্ত হলো আরও একজনের নাম। চোটের কারণে এক মাসের জন্য দল থেকে ছিটকে পড়েছেন ডিফেন্ডার দানি কার্ভাহাল।

ফুটবলারদের একের পর এক ইনজুরির কারণে আনচেলত্তির কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। টেবিলের শীর্ষস্থান হারানোর শঙ্কায়ও পড়েছে লা লিগার ক্লাবটি।

লা লিগার খেলায় গ্রানাডার বিপক্ষে খেলতে নেমে ইনজুরির কবলে পড়েন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কার্ভাহাল। প্রথমার্ধের আগেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আজ সোমবার ক্লাবটি জানিয়েছে, বাঁ পায়ের পেশীতে মারাত্মক ইনজুরি হয়েছে কার্ভাহালের।

বিবৃতিতে বলেছে, 'আমাদের খেলোয়াড় দানি কার্ভাহালের উপর রিয়াল মাদ্রিদ মেডিকেল বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষার পর তার বাঁ পায়ের সোলিয়াস পেশীতে চোট ধরা পড়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনা চলমান।'

তবে ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইএসপিএন' জানিয়েছে, ইনজুরির কারণে অন্তত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে ৩১ বছর বয়সী এই রিয়াল তারকাকে।

এর আগে চোটে পড়েন রিয়ালের ক্রোয়াট মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ, ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তারকারা।

এছাড়া ইনজুরিতে পড়েছিলেন ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামও। তবে চোট থেকে ফিরে এসেছেন এই ইংলিশ ক্রিকেটার। গ্রানাডার বিপক্ষে মাঠেও নেমেছেন তিনি।

লা লিগায় রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। বর্তমানে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দলটি।

জনসনের চোখে 'ভিলেন'

খাজার চোখে 'হিরো' ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচটি হবে তার ১২ বছরের ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি সিডনি টেস্টের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ওয়ার্নার।

বিদায়লগ্নে এসেও সাবেক সতীর্থের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন ওয়ার্নার। এই বাঁহাতি ওপেনারকে বিদায় জানাতে কোনো ধরনের আয়োজনের পক্ষে নন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার ও ওয়ার্নারের সতীর্থ মিচেল জনসন।

ওয়ার্নারের সমালোচনা করে জনসন বলেন, 'কেউ কি দয়া করে আমাকে বলবেন, কেন আমরা ডেভিড ওয়ার্নারের বিদায়ী সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি? কিভাবে একজন ফর্মহীন টেস্ট ওপেনার তার নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করতে পারেন?'

জনসন যোগ করেন, 'কেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত একজন খেলোয়াড়কে নায়কের মতো করে বিদায় জানানো হবে?'

তবে জনসনের সমালোচনার পাল্টা জবাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ওপেনার উসমান খাজা। খাজার মতে, ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের একজন হিরো।

তিনি বলেন, 'আমার চোখে ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ হলেন নায়ক। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে অন্ধকার সময়ের মধ্য দিয়ে তারা মিস করেছেন। কিন্তু তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছেন।'

খাজা আরও বলেন, 'কেউই নিখুঁত নয়। মিচেল জনসনও নিখুঁত নন। আমি নিখুঁত নই। স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নারও নন। তারা যা করেছে, খেলার জন্যই করেছে। খেলাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিতে যেকোনো কিছুই তারা করেছে।'

খাজা বলেন, 'তাই তিনি (জনসন) যা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ডেভিড ওয়ার্নার বা অন্য কেউ যদি স্যান্ডপেপার কাণ্ডে জড়িত থাকে; সে নায়ক নয়। আমি এ কথার সাথে দৃঢ়ভাবে দ্বিমত পোষণ করছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছেন।'

উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারিতে (সিরিশ দিয়ে ঘষে বল বিকৃতি) জড়িয়ে নিষিদ্ধ হন ওয়ার্নার। যে কারণে তাকে এক বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া দলে অভিষেক হয় ওয়ার্নারের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওই সিরিজেই ওয়ানডে ক্যারিয়ার শুরু করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। এরপর ২০১১ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয় ওয়ার্নারের।

অপরদিকে ২০০৫ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হয় মিচেল জনসনের। এরপর ২০০৭ সালে টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করেন এই বাঁহাতি পেসার। এরপর ২০১৫ সালে টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানান জনসন।

ওয়ার্নার এবং জনসন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬ বছর একসঙ্গে খেলেছেন। এক সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের হয়ে লড়েছেন। কিন্তু ওয়ার্নারের নামের পাশে বল টেম্পারিং কলঙ্ক জড়িয়ে পড়ায় আর সেই বন্ধুত্ব বোধ হয় নেই তাদের।

ভারত সফরে প্রত্যাবর্তনের

প্রস্তুতি শুরু স্টোকসের

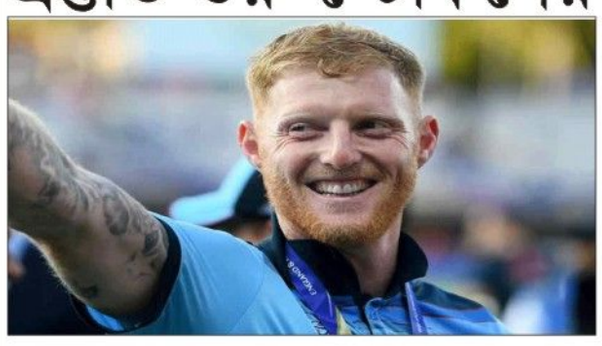

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর ভেঙে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে অংশ নেন বেন স্টোকস। তবে হাঁটুর চোটের জন্য অলরাউন্ডারের ভূমিকায় দেখা যায়নি তাকে। স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলেন। বিশ্বকাপের পরই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করালেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। ক্রাচ হাতে নিজের ছবি দিয়ে স্টোকস টুইটারে লেখেন, "অস্ত্রোপচার সফল। এবার রিহ্যাব শুরু হবে।" একদিনের দলে ফিরলেও তাঁর প্রত্যাবর্তন ইংল্যান্ডের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারেনি। ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জেতে বাটলাররা। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করলেও তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন আপ পুরোপুরি ফ্লপ হয়েছে। ছয়টি ম্যাচ খেলেন স্টোকস। করেন ৩০৪ রান। গড় ৫০.৬৬। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে জানুয়ারিতে ভারত সফরে আসবে ইংল্যান্ড। টেস্ট দলের অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাই ভারত সফরের আগে ফিট হওয়ার চেষ্টায় ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার। টি-২০ বিশ্বকাপেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট এবং চোটমুক্ত রাখতে এবারের আইপিএলে খেলবেন না স্টোকস। গত বছর ১৬.২৫ কোটি দিয়ে ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু মাত্র দুটো ম্যাচ খেলেন। মাত্র ১৫ রান করেন, কোনও উইকেট পাননি। ফিটনেস সমস্যার জন্য আইপিএলের বেশিরভাগ ম্যাচেই খেলতে পারেননি। তাই এবার বিশ্বকাপের আগে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চান না স্টোকস।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR